যুব সম্মেলন ২০১৮

বাংলাদেশ ও এজেন্ডা ২০৩০
তারুণ্যের প্রত্যাশা

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

১৪ অক্টোবর ২০১৮
কৃষিবিদ ইন্সটিটিউশন বাংলাদেশ, ঢাকা

সমান্তরাল অধিবেশন (৬)

সুশাসন ও আইনের প্রয়োগ

নির্বাচনে সুশাসনঃ তরুণদের ভূমিকা

নেসার আমিন, সহযোগী সমন্বয়কারী, সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক

এসডিজি, গণতন্ত্র ও নির্বাচন ও সুশাসন

১. এসডিজির ১৬নং লক্ষ্যমাত্রা
২. নির্বাচন বলতে আমরা কী বুঝি
৩. নির্বাচন ও গণতন্ত্র
৪. সুষ্ঠু, অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন কেন জরুরি
৫. সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মানদণ্ড

সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজনে তরুণদের ভূমিকা

১. ভোটাধিকার কেন গুরুত্বপূর্ণ
২. আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন কেন জরুরি
৩. প্রার্থী সম্পর্কে জেনে-শুনে বুঝে ভোট দেয়া
৪. কাকে ভোট দেব
৫. আরও কিছু করণীয়
৬. আমাদের অঙ্গীকার...

এসডিজির ১৬নং লক্ষ্যমাত্রা

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের ১৬নং লক্ষ্যমাত্রা হলো: ‘টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, সবার ন্যায়বিচারের সুযোগ নিশ্চিত করা এবং সর্বস্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা’।

এই লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠা তথা গণতান্ত্রিক সমাজ প্রাতিষ্ঠার জন্য গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান শর্ত ‘নির্বাচনে’র গুরুত্ব অপরিসীম।

- **এসডিজির ১৬নং লক্ষ্যমাত্রা: কিছু টার্গেট:**

  ১. বিশ্বে সহিংসতা ও সহিংসতা-উদ্ভূত মৃত্যু বন্ধ করা;

  ২. সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের পরামর্শ গ্রহণ নিশ্চিত করা এবং সরকার শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের কথা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে; এবং

  ৩. সহিংসতা, সন্ত্রাস ও অপরাধ রোধে প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা।

নির্বাচন বলতে আমরা কী বুঝি

- ‘নির্বাচন কোনো প্রতিষ্ঠান বা দপ্তরের কোনো পদে প্রার্থীদের মধ্য থেকে এক বা একাধিক প্রার্থীকে বাছাই প্রক্রিয়া; যেমন সরকার, আইনসভা এবং বিধিবদ্ধ সংস্থাগুলিতে নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক প্রকাশ্য বা গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা হয়।’

সহজভাবে বলতে গেলে নির্বাচন হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণের এমন একটি আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে জনগণ সমাজ-সমিতি-রাষ্ট্র পরিচালনা ও প্রশাসনিক কাজের জন্য একজন প্রতিনিধিকে বেছে নেয়।

নির্বাচন ও গণতন্ত্র

- সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন বলেছিলেন, গণতন্ত্র হলো এমন এক ধরনের সরকার যা জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা গঠিত জনগণের সরকার। এখানে উল্লেখ যে, তিনি জনগণের দ্বারা গঠিত সরকার বলছেন। আর আমরা জানি, জনগণ সাধারণত সরকার গঠন করতে পারে নির্বাচনের মাধ্যমে। তাই আমরা যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বা সরকারের স্বপ্ন দেখি সেখানে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
- গণতন্ত্র মানেই জনগণের সম্মতির শাসন। আর এই সম্মতি প্রতিষ্ঠিত হয় নির্বাচনের মাধ্যমে। এই জন্যই দেখা যায়, সপ্তদশ শতক থেকে নির্বাচন গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। বলা হয় যে, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন গণতন্ত্রের স্তম্ভ। কারণ নির্বাচনের মাধ্যমেই আইনসভার পদগুলো পূরণ করা যায়। একইভাবে নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগ ছাড়াও আঞ্চলিক এবং স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি বাছাইও নির্বাচনের মাধ্যমে করা যায়।
- এসডিজির ১৬নং লক্ষ্যমাত্রার আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠা জন্য একটি জেনুইন ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন আবশ্যকীয়।

সুষ্ঠু, অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন কেন জরুরি

- নাগরিকদের কাছ থেকে তাদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিকট এবং একটি নির্বাচিত ব্যক্তির কাছ থেকে তার উত্তরসূরির হাতে শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক ক্ষমতা হস্তান্তর নিশ্চিত করতে নির্বাচন সহায়তা করে থাকে। যে কারণে সুষ্ঠু ও নিরপক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হলে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে ও সহিংস পন্থায় ক্ষমতার হস্তান্তর হয়, যা নাগরিক হিসেবে কারো কাম্য হতে পারে না।
- সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য তথা ‘জেনুইন ইলেকশান' বা সঠিক নির্বাচন করতে বাংলাদেশ রাষ্ট্র আন্তর্জাতিকভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ।
- এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা ১৬-এর আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী একটি শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্যও সুষ্ঠু, অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন জরুরি।

সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মানদণ্ড

- একটি নির্বাচন গ্রহণযোগ্যতা হয়েছে কি-না সে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য কতগুলো মানদণ্ড ব্যবহার করা প্রয়োজন। আমাদের বাংলাদেশের আইনে কিংবা আদালতের রায়ে কোনো মানদণ্ড দেওয়া নেই। তবে আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তিতে – যেমন, ‘সার্বজনীন মানবাধিকার সনদ’ ও ‘ইন্টারন্যাশনাল কভেনেন্ট অন সিভিল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটস’– ‘জেনুইন’ নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে এবং এর কিছু মানদণ্ডও দেওয়া আছে। যেমন: (১) ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়ায় যারা ভোটার হওয়ার যোগ্য ছিলেন তারা ভোটার হতে পেরেছেন; (২) যারা প্রার্থী হতে চেয়েছেন তারা প্রার্থী হতে পেরেছেন; (৩) ভোটারদের সামনে বিকল্প প্রার্থী ছিল; (৪) যারা ভোট দিতে চেয়েছেন তাঁরা স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পেরেছেন; এবং (৫) ভোট গ্রহণের প্রক্রিয়া ছিল স্বচ্ছ, কারসাজিমুক্ত ও বিশ্বাসযোগ্য।

অর্থাৎ নির্বাচন একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। নির্বাচনের দিনে কী ঘটে না ঘটে শুধুমাত্র তার ওপর সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নির্ভর করে না। এজন্যই সম্ভবত ব্রিটিশ নাট্যকার টম স্টপার বলেছেন, ‘It's not the voting that's democracy; it's the counting’। তাঁর অর্থ হলো নাগরিক হিসেবে আমাদেরকে পুরো নির্বাচনের ওপর নজর রাখতে হবে, যাতে সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

ভোটাধিকার কেন গুরুত্বপূর্ণ

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী ‘প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ’। মূলত, ভোটদান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।
- স্বচ্ছ্বতা ও দায়বদ্ধতাকে গণতন্ত্রের একটি স্তম্ভ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এজন্য অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন গণতন্ত্রের একটি আবশ্যিক পূর্বশর্ত। যে ধরনের নির্বাচনী ব্যবস্থাই অনুসরণ করা হোক না কেন তাতে জনগণের অবাধ-ভোটাধিকার প্রয়োগ ও ভোটের মাধ্যমে জনগণের প্রকৃত ইচ্ছা ও মতামতের প্রতিফলন নিশ্চিত করা নির্বাচনের প্রাথমিক ও মৌলিক উপাদান।

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন কেন জরুরি

- বাংলাদেশের সংবিধানের ১১নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সর্বস্তরে জনপ্রতিনিধিদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে গণতান্ত্রিক শাসন কায়েম করা আমাদের সাংবিধানিক অঙ্গীকার।
- বিগত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ছিল একতরফা ও বিতর্কিত। নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে নির্বাচন বর্জন করে বিএনপি-সহ দেশের ৭০ শতাংশ নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল। ১৫৩টি আসনে প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন, যা ব্যাপক বিতর্ক তৈরি করে। নির্বাচন ঠেকাতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে বিরোধী জোটের নেতা-কর্মীরা। এরফলে ব্যাপক প্রাণহানির ঘটনা ঘটে।
- ২০১৪ সালের বিতর্কিত নির্বাচনের কারণে বাংলাদেশে যে অস্বাভাবিকতা ও সম্ভাব্য অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও প্রতিযোগিতামূলক হওয়া জরুরি। অন্যথায় আমরা আবারও একটি অনিশ্চিত, অস্বাভাবিক পরিস্থিতির দিতে ধাবিত হতে পারি, যা কারো কাম্য হতে পারে না।

প্রার্থী সম্পর্কে জেনে-শুনে বুঝে ভোট দেয়া

- প্রার্থীদের সম্পর্কে ভোটারদের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য অপরিহার্য। বাংলাদেশে সুজন-এর নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার ফলে এবং উচ্চ আদালতের নির্দেশে নির্বাচনে প্রার্থীদের হলফনামার মাধ্যমে তথ্য প্রদানের ও প্রকাশের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো – ভোটারদেরকে তথ্য দিয়ে ক্ষমতায়িত করা, যাতে তারা জেনে-শুনে-বুঝে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে। এজন্য তরুণ ভোটারদের কর্তব্য হবে প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে সৎ ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীকে ভোট এবং এ ধরনের প্রার্থীদের স্বপক্ষে আওয়াজ তোলা।

কাকে ভোট দেব

ভোট দেয়ার আগে অবশ্যই ভাবুন–প্রার্থী কি–

- সৎ চরিত্রের অধিকারী?
- জনকল্যাণে নিবেদিত?
- জনপ্রতিনিধি হওয়ার মত যোগ্যতা ও দক্ষতার সম্পন্ন?
- অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন বা আছেন?
- ইতোপূর্বে নির্বাচনী আইন লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিলেন?
- সমাজে দুর্নীতিবাজ হিসেবে পরিচিত?

আমাদের সবার উচিৎ -

- প্রার্থীদের যোগ্যতা, দক্ষতা ও গুণাগুণ সম্পর্কে অবগত হয়ে ভোট প্রদান করা ।
- সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচিত করা ।

আরও কিছু করণীয়

- সৎ ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীর পক্ষে সামাজিক যোগাযোগ (ফেসবুক) মাধ্যমে প্রচারণা চালানো;
- পরিচ্ছন্ন প্রক্রিয়ায় ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে কি-না তা পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট করা;
- নির্বাচনে যাতে কালো-টাকা ও পেশিশক্তির ব্যবহার না হয় তা লক্ষ রাখা এবং এ ধরনের কোনো ঘটনা নজরে আসলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট করা।

আমাদের অঙ্গীকার...

- ভোট প্রদানকে গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক দায়িত্ব মনে করে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীর সপক্ষে ভোটাধিকার প্রয়োগ করব ।
- অর্থ বা অন্য কিছুর বিনিময়ে অথবা অন্ধ আবেগের বশবর্তী হয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করব না ।
- দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, মিথ্যাচারী, যুদ্ধাপরাধী, নারী নির্যাতনকারী, মাদক ব্যবসায়ী, চোরাকারবারী, সাজাপ্রাপ্ত আসামী, ঋণ খেলাপী, বিল খেলাপী, ধর্মব্যবসায়ী, ভূমিদস্যু, কালোটাকার মালিক অর্থাৎ কোন অসৎ, অযোগ্য ও গণবিরোধী ব্যক্তিকে ভোট দেব না, দেব না, দেব না ।

ধন্যবাদ